জয়পুরহাটে আলো নিয়ে কৃষকের স্বপ্ন ভঙ্গ ১৫০ কোটি টাকা লোকসানের শঙ্কা, কৃষক ও ব্যবসায়ী

জয়পুরহাট:: একসময় আলু ছিল জয়পুরহাটের কৃষকের স্বপ্নের ফসল। মাঠভরা আলু আর ভালো ফলন মানেই ছিল কৃষকের মুখে হাসি, ঘরে স্বস্তি। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সেই আলুই এখন কৃষকের জন্য দুশ্চিন্তা ও লোকসানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবছর বাড়ছে আলুর উৎপাদন, অথচ সেই অনুপাতে বাড়ছে না বাজারের চাহিদা কিংবা সংরক্ষণ সক্ষমতা। ফলে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ আলু নিয়ে বিপাকে পড়েছেন কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। হিমাগারে আলু জমে থাকলেও বাজারে নেই কাঙ্ক্ষিত চাহিদা, কমছে না লোকসান। সরকার সংরক্ষণ ব্যয় কমালেও পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধীরগতিতে আলু খালাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের বিভ্রাট। সব মিলিয়ে এবার জয়পুরহাটে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা লোকসানের আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত সরকারের কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন।

জয়পুরহাটে এবার প্রায় ৩৯ হাজার ৩৩০ হেক্টর জমিতে আলুর আবাদ হয়েছে। উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন। অথচ জেলার ২২টি হিমাগারের সংরক্ষণ সক্ষমতা মাত্র ২ লাখ ৩৭ হাজার ২১২ মেট্রিক টন। এর বিপরীতে সংরক্ষণ করা হয়েছে প্রায় আড়াই লাখ মেট্রিক টন আলু। অর্থাৎ, সংরক্ষণ সক্ষমতার তুলনায় বেশি আলু হিমাগারে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হওয়ায় বাজারেও তৈরি হয়েছে অতিরিক্ত সরবরাহ।



কম দামের কারণে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের বড় অংশ আলু বিক্রি না করে হিমাগারে সংরক্ষণ করছেন। কিন্তু এবার সেখানেও স্বস্তি নেই। ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি আলু সংরক্ষণের ফলে মান নষ্ট ও পচে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কায় রয়েছেন কৃষক ও ব্যবসায়ীরা।
সংশ্লিষ্টদের হিসাবে, এবার লোকসানের আশঙ্কা প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। এম ইসরফাত হিমাগার লিমিটেড, জয়পুরহাটের ম্যানেজার মো. আবু রায়হান জানান, কে জানান গত বছর একই সময়ে হিমাগার থেকে প্রায় ৯০ শতাংশ আলু খালাস হয়েছিল। অথচ এবার খালাস হয়েছে মাত্র ৫০ শতাংশের মতো। অর্থাৎ, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় আলু খালাসের হার প্রায় ৪০ শতাংশ কম। বাজারে চাহিদা ও বিক্রির গতি না থাকায় ঋণ করে আলু সংরক্ষণ করা অনেক কৃষক-ব্যবসায়ী এখন মূলধন ফেরত পাওয়া নিয়েই শঙ্কায় রয়েছেন।এরই মধ্যে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের লোকসান কমাতে সংরক্ষণ ব্যয় কেজিতে ৬ টাকা ৭৫ পয়সা কমানো হয়েছে। এতে প্রায় ৪৮ টাকা সাশ্রয় হলেও এর সুফল কৃষক ও ব্যবসায়ীদের পকেটে পৌঁছাচ্ছে না। তাদের প্রতি বস্তা আলুর জন্য গুনতে হচ্ছে ৪০০ থেকে ৪২০ টাকা পর্যন্ত।

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের সংকট। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকলে হিমাগারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে জেনারেটর চালাতে হচ্ছে। এতে বাড়ছে সংরক্ষণ ব্যয়। আবার দীর্ঘদিন হিমাগারে পড়ে থাকায় আলু পচে যাওয়া ও মান নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ছে।

জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার কাদিরপুর গ্রামের কৃষক বাচ্চু মিয়া দৈনিক ইনকিলাব কে জানান, গত তিন বছর ধরে তারা আলুর কাঙ্ক্ষিত দাম পাচ্ছেন না। হিমাগারে আলু সংরক্ষণ করে লাভের মুখ দেখার বদলে উল্টো মূলধন হারাতে হচ্ছে বলে হতাশা প্রকাশ করেন তিনি।

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার মোঃ সোহেল আহমেদ জানান, বাড়তি খরচের জোগান মেটাতে আলু বিক্রি করতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখছেন তারা। হিমাগারের ভাড়া তো দূরের কথা, উৎপাদন খরচটুকুও উঠছে না। লোকসানের পাহাড়সম বোঝার কারণে চরম বিপাকে পড়েছেন আলুচাষিরা।

জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার আহম্মেদাবাদ ইউনিয়নের সুড়াইল গ্রামের আলু ব্যবসায়ী আব্দুল আলিম দৈনিক ইনকিলাব কে জানান, ভালো দামের আশায় তিনি ৪ হাজার বস্তা আলু ৫৬ লাখ টাকায় কিনে হিমাগারে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন দামের পতনের কারণে মাত্র ৫ লাখ ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করতে হয়েছে। এতে প্রায় ৫১ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। তার ভাষায়, এই ক্ষতিতে তার সব সঞ্চয় শেষ হয়ে গেছে।

এম ইসরাত হিমাগার লিমিটেড, জয়পুরহাটের ম্যানেজার মোঃ আবু রায়হান বলেন, দেড় মাসের মধ্যে হিমাগার থেকে আলু খালাস করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে সংরক্ষিত আলুর ৫০ শতাংশ খালাস করাও অসম্ভব। হিমাগারের ভাড়ার টাকা পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েও তারা সন্দিহান। কৃষক ও ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে আলু সংরক্ষণ করেছেন। তাদের অনেকেই সর্বস্বান্ত হওয়ার পথে। এ অবস্থায় আলু ব্যবসার প্রতি মানুষের আগ্রহও কমে যাচ্ছে।

জয়পুরহাটের কৃষি বিপণন অফিসার মেহেদী হাসান জানান, উৎপাদন বাড়ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে বাড়ছে না বাজার ও সংরক্ষণ সুবিধা। ফলে উৎপাদন পরিকল্পনার সঙ্গে বাজার ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং আলুর বহুমুখী ব্যবহার বাড়ানোর তাগিদ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ। উৎপাদন বেশি হওয়ায় বাজারে সরবরাহ বেড়েছে। সরকারিভাবে আলু কেনার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্ত হলেও এখনো কোনো নির্দেশনা আসেনি। রপ্তানি ও বিকল্প বাজার তৈরির চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে সরকারি নিয়ম ভঙ্গ করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

সব মিলিয়ে যে আলু একসময় জয়পুরহাটের কৃষকের ঘরে এনে দিত স্বপ্ন ও স্বস্তি, সেই আলুই এখন হয়ে উঠেছে লোকসানের বোঝা। সংশ্লিষ্ট কৃষক ও ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, এবারও প্রায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন আলু হিমাগারে আটকে থাকতে পারে। সময়মতো কার্যকর সরকারি উদ্যোগ,